# উইন্ডোজ ডেস্কটপের জন্য শীর্ষ কয়েকটি ফ্রি টুল

লুৎফুন্নেছা রহমান

ইউটিলিটি প্রাতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে প্রয়োজনের তাগিদে। তবে ব্যবহারকারীর প্রয়োজন মেটাতে সব সময় যে ভালো টুলই বাজারে আসে তা নয়। অর্থাৎ নতুন টুলের আশা বা পুরনো টুলের উন্নত সংস্করণ সব সময় যে আমাদের সব প্রত্যাশা পূরণ সক্ষম হয় তা নয়। তাই ব্যবহারকারীদেরকে তাদের প্রয়োজনের তাগিদে বিদ্যমান টুলের সেটকে রিফ্রেশ করতে হয়। ব্যবহারকারীর চাহিদা উপলব্ধি করে এ লেখায় উপস্থাপন করা হয়েছে উইন্ডোজ ডেস্কটপের উপযোগী বেশ কিছু সেরা ইউটিলিটি, যা প্রত্যেক উইন্ডোজ ডেস্কটপের জন্য দরকার। এখানে আলোচিত টুলগুলো ফ্রি এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য। শুধু তাই এসব টুলের কোনো কোনোটি করপোরেট ব্যবহারকারীদের জন্যও ফ্রি।

## সিঙ্কটয়

মাইক্রোসফটের ফ্রি টুল সিঙ্কটয়ের (SyncToy) যাত্রা শুরু উইন্ডোজ এক্সপির পাওয়ারটয় (PowerToy) প্যাকেজের সাথে, যা নিয়মিতভাবে উন্নত থেকে উন্নততর হচ্ছে। এই টুলের সর্বশেষ ভার্সন সিঙ্ক ফ্রেমওয়ার্কের (Sync Framework)-এর সুবিধা গ্রহণ করে। সিঙ্কটয় ব্যবহার করতে চাইলে দুটি ফোল্ডার দিতে হবে। ধরুন, একটি হলো Left এবং অন্যটি হলো Right, যা রিলেশনটিকে স্পষ্ট ফুটিয়ে তোলে। এখানে আপনাকে যা করতে হবে তা হলো :

সিঙ্ক্রোনাইজ: নতুন ফাইল এবং সর্বশেষ সিঙ্ক করার পর পরিবর্তিত ফাইল কপি করতে হয় Left এবং Right ফোল্ডারের মধ্যে। যদি কোনো ফাইল রিনেম করা হয় অথবা ডিলিট করা হয় একটির মধ্যে তাহলে অন্যটিও রিনেম বা ডিলিট হবে।

ইকো : নতুন এবং পরিবর্তিত ফাইলগুলো কপি করা হয় বাম থেকে ডান দিকে, যেখানে থাকে রিনেম/ডিলিট করা ফাইল বাম দিকে, আর রিনেম/ডিলিট করা ফাইল ডান দিকে।

কন্ট্রিবিউট : এটি ইকোর মতো, তবে বাম দিকের ডিলিট করা ফাইল ডান দিকে ডিলিট হয় না।



সিঙ্কটয়

## উইন্ডোজের সিস্টেম ইনফরমেশন

অনেক ব্যবহারকারী তার ব্যবহারের সিস্টেমের বিশেষ কিছু তথ্য জানতে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করেন। যেমন : সফটওয়্যারের লাইসেন্স কি, হার্ডওয়্যার শনাক্ত করার সিস্টেমের তাপমাত্রা, পরিমাপ এবং ফ্যানের স্পিড, মেমরি চিপের বিস্তারিত তথ্য আবিষ্কার করা, সিপিইউ মনিটর করা এবং



উইন্ডোজের জন্য সিস্টেম ইনফরমেশন

নেটওয়ার্কের লোড ইত্যাদি। ব্যবহারকারীরা এখন এসব তথ্য জানতে পারবেন একটি টুল ব্যবহার করে, যা সিস্টেম ইনফরমেশন ফর উইন্ডোজ নামে পরিচিত। এই টুল রিপোর্ট পেশ করে তিনটি আলাদা ধরনের ডাটা। যেমন : ক. সফটওয়্যার বিভাগে সম্পৃক্ত রয়েছে সংশ্লিষ্ট ফাইলসহ সফটওয়্যার, অ্যাক্টিভএক্স কন্ট্রোল এবং ফাইলনেম অ্যাসোসিয়েশন; খ. হার্ডওয়্যার বিভাগে রয়েছে যেমন বায়োস ভার্সন, ভিডিও এবং সাউন্ড অ্যাডাপ্টার সিপিইউ সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত তথ্য; গ. নেটওয়ার্ক বিভাগে রয়েছে নেইবারহুড ডিভাইস শেয়ার এবং ওপেন পোর্ট সম্পর্কিত তথ্য। এখানে রয়েছে শত শত স্বতন্ত্র এন্ট্রি, যেগুলো স্ক্রিনের বাম দিকে ট্রি আকারে সুবিন্যস্ত অবস্থায় থাকে।

## রিকিউভা

সেই ডস অপারেটিং সিস্টেমের যুগ থেকেই পিসি ইউটিলিটির প্রধান অবলম্বন বা মেইনস্টে হলো ফাইল আনডিলিট করা। কিন্তু রিকিউভা (Recuva) নামের টুলের আবির্ভাব ঘটার আগে



রিকিউভা

এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তেমন কোনো কার্যকর ফাইল আনডিলিট করার টুল তথা আনডিলিটারের দেখা পায়নি ব্যবহারকারীরা। রিকিউভা ফাইলকে উচ্চারণ করা হয় রিকোভার হিসেবে। এই টুল অত্যন্ত কার্যকর, দ্রুত এবং ফ্রি। যখন উইন্ডোজ রিসাইকেল বিন খালি করতে হয় তখন ফাইলগুলো পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায় না বরং জায়গা দখল করে এবং চিহ্নিত করে রাখে নতুন ডাটার জন্য। আনডিলিট রুটিং স্ক্যান করে মালিকহীন টুকিটাকি জিনিস এবং ফাইলের অংশ আবার একত্রিত করে। ড্রাইভে যতক্ষণ পর্যন্ত না নতুন ডাটা সংযোজিত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এভাবেই থেকে যায়, আনডিলিট প্রায় একইভাবে কাজ করে। যদি কোনো ডাটা সংযোজিত হয়, তারপরও ডিলিট করা অনেক ডাটা ফিরে আনার সম্ভাবনা থাকে। এমন অবস্থায় রিকিউভা টুল ডাটা আনডিলিট করতে পারে ইউএসবি পেনড্রাইভে, এসডি কার্ডে এমনকি এমপিথ্রি প্লেয়ারে।

## ৭-জিপ (7-Zip)

ফাইল আর্কাইভারদের কাছে ৭-জিপ (7-Zip) অবশ্যই থাকা দরকার, যদিও উইন্ডোজ স্থানীয়ভাবে সাপোর্ট করে জিপ ফরমেট। সুতরাং প্রশ্ন হতে পারে কেন এটি দরকার? অ্যাপল ব্যবহারকারীদের জন্য রয়েছে RAR ফাইল। ৭-জিপ টুলটি সহজেই



৭-জিপ

হ্যান্ডেল করা যায় এবং এটি বেশ দ্রুতগতিতে কাজ করতে পারে। ৭-জিপ তৈরি করে সেলফ এক্সট্রাক্টিং EXE ফাইল, যা বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এটি সাপোর্ট করে AES-256 বিট এনক্রিপশন। এটি জিপ, RAR, CAB, ARJ, TAR, 7Z সহ অনেক কম জানা ফরমেট সাপোর্ট করে। এটি ISO CD ইমেজ থেকেও ফাইল এক্সট্রাক্ট করার সুযোগ দেয়।

## উইন্ডোজের জন্য ইমেজ রিসাইজার

এক সময় উইন্ডোজ এক্সপিতে পাওয়ার টয়স (PowerToys) প্রজেক্টে সম্পৃক্ত ছিল এক প্রকার সহজ সরল দ্রুতগতির ইমেজ রিসাইজার টুল। অতিসম্প্রতি তোলা ছবিতে ডান ক্লিক করে বেছে নিন Resize Pictures অপশন। এর ফলে ফটোর মূল আকার বা সাইজ থেকে সামান্য একটু কমে যাবে। মাইক্রোসফট কোনো এক অজানা কারণে এই টুলকে আর আপডেট করেনি। তবে মাইক্রোসফটের এক মহান হৃদয়ের কর্মী ল্যান্ডারসন পাওয়ার টয়ের আপডেট ভার্সন নিয়ে আসেন উইন্ডোজের সর্বশেষ ভার্সনে, যা ইমেজ রিসাইজার 'পাওয়ার টয়' হিসেবে পরিচিত। পাওয়ার টয় টুলের এই আপডেট ►

ইমেজ রিসাইজার

ভার্সন কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ইনস্টল হয় এবং কোনো বাধা বিপত্তি ছাড়াই কাজ করতে পারে। মাইক্রোসফট এখনো ইমেজ রিসাইজারকে সাপোর্ট করে না। তবে ডাউনলোড সাইটে টেক সাপোর্টের প্রশ্ন সাবমিট করতে পারবেন এবং ল্যাম্বারসনের মাধ্যমে জবাব দেবে।

## রেভো আনইনস্টলার ফ্রিওয়্যার

রেভো আনইনস্টলার ফ্রি টুলটি সত্যিকার অর্থে এক চমৎকার আনইনস্টলার প্রোগ্রাম। এই টুলটি অবিশ্বাস্যভাবে প্রোগ্রাম আনইনস্টল করতে পারে। যখন রেভো ব্যবহার করা হয়, তখন আনইনস্টলার প্রোগ্রাম চালু হয় এবং যখন আনইনস্টলার কাজ করে তখন এটি প্রোগ্রাম

রেভো আনইনস্টলার

ফাইলের লোকেশন এবং 'রেজিস্ট্রি কি' খোঁজ করে যা হলো আনইনস্টলার জ্যাপস।

রিভো প্রোগ্রামের আনইনস্টলার লোকেশন এবং কি-এর ওপর ভিত্তি করে ভেতরে ঢোকে এবং থেকে যাওয়া উপাদানগুলোকে অপসারণ করে। রিভো তার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ ডাটাবেজের সাথে কনসাল করে থেকে যাওয়া সাধারণ বিটের জন্য এবং পরে সেগুলোর মূল্যোপাটন করে। আপনি কী কী নির্মূল করতে চান সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন রিভো টুল ব্যবহার করে, কেননা এটি বেশ নমনীয়।

## পেইন্ট ডট নেট

উঁচু মানের অসংখ্য ইমেজ এডিটরের মধ্যে সঠিক ফ্রি টুল খুঁজে পাওয়া কঠিন। ইরফানভিউ টুলের রয়েছে চমৎকার ভিউয়িং, অর্গানাইজিং এবং রিসাইজিং ক্যাপাবিলিটি। GIMP রয়েছে শক্তিশালী টুল। এতে সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে এক সারি অ্যাড-ইনস। ফাস্টস্টোন (FastStone) টুলের মাধ্যমে আপনি এডিট

পেইন্ট ডট নেট

করতে পারবেন ফুল-স্ক্রিন এবং সেই সাথে সুযোগ পাবেন স্ক্রিন ক্যাপচারের। তবে এসব টুলকে ছাড়িয়ে গেছে পেইন্ট ডট নেট (Paint.net) টুল। এটি একটি শক্তিশালী টুল, যা দিয়ে ফটো এডিট করতে পারবেন খুব সহজেই। এতে রয়েছে লেয়ার প্লাগ-ইন, বিশেষ ধরনের স্পেশাল ইফেক্টসহ কমপ্যক্ত ও সহজবোধ্য ইন্টারফেস, যা অন্যান্য ইমেজ এডিটর থেকে এক করেছে আলাদাভাবে বৈচিত্র্যময়। এর জন্য দরকার ডট নেট ফ্রেমওয়ার্ক (.Net Framework) প্লাটফর্ম। পেইন্ট ডট নেট টুলে সম্পৃক্ত করা হয়েছে প্রয়োজনীয় সব টুল যা অপেশাদার ইমেজ এডিটরদের জন্য দরকার।

## অটোরানস

উইন্ডোজ স্টার্টের সময় যেসব প্রোগ্রাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়, তা অনেককেই বিহ্বল করে। এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্ট্রেংথ অটোস্টার্ট লিস্টিং টুল সবকিছুই জানে এবং এগুলো দিয়ে কিছু করতে পারবেন। যদি আপনি কখনই অটোরান ব্যবহার না করে থাকেন, তাহলে এক বিস্ময়কর

অটোরানস

ব্যাপার। অটোস্টার্ট প্রোগ্রাম উইন্ডোজের অত্যন্ত গভীরে ওঁৎ পেতে থাকে। যেসব প্রোগ্রাম স্বয়ংক্রিয়ভাবেচালু হবে তা লিস্ট করে রাখে চালু করার জন্য। কোনো প্রোগ্রামে ক্লিক করলে বিস্তারিত জানার জন্য। এরপর ডান ক্লিক করে Serch Online-এ ক্লিক করলে ওয়েবে প্রোগ্রাম সার্চ করার জন্য। কাজটি করতে পারেন ডিফল্ট ব্রাউজার ও সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করে।

## ভিএলসি মিডিয়া প্লেয়ার

এটি ভিএলসি মিডিয়া প্লেয়ার ইউটিউব ফ্ল্যাশ এফএলভি (You Tube Flash FLV) ফাইলসহ যেকোনো কিছু প্লে করতে পারে যেখানে বাড়তি কোনো সফটওয়্যার ডাউনলোড করতে হয় না। ভিএলসি সাপোর্ট করে ভিএলসি স্পোর্টস, স্পারটান কন্ট্রোল প্রায় সব ধরনের ইমাজিন্যাবল ফাইল টাইপের জন্য বিল্ট-ইন কোডেক। এটি সার্পোট করে দীর্ঘ অনলাইন ভোকাল কমিউনিটি। ভিএলসি এক ক্লিকে প্লে করে

ভিএলসি মিডিয়া প্লেয়ার

ইন্টারনেট স্ট্রিমিং মিডিয়া, রেকর্ড করে প্লে করা মিডিয়া, ফাইল টাইপের মধ্যে কনভার্ট করতে পারে। শুধু তাই নয়, ভিএলসি মিডিয়া প্লেয়ার সাপোর্ট করে স্বতন্ত্র স্ক্রিন স্কিনস্টট। ভিএলসি-এ সুখ্যাতি রয়েছে সম্পূর্ণ বা ড্যামেজ মিডিয়া ফাইল সহ্য করতে পারে। এটি কোনো মিডিয়া ডাউনলোড করার আগেই প্লে করতে পারে।

**ফিডব্যাক :** *swapan52002@yahoo.com*

## কারুকাজ বিভাগে লেখা আহ্বান

কারুকাজ বিভাগের জন্য প্রোগ্রাম, সফটওয়্যার টিপস আহ্বান করা হচ্ছে। লেখা এক কলামের মধ্যে হলে ভালো হয়। সফট কপিসহ প্রোগ্রামের সোর্স কোডের হার্ড কপি প্রতি মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে।

সেরা ৩টি প্রোগ্রাম/টিপস-এর লেখককে যথাক্রমে ১,০০০ টাকা, ৮৫০ টাকা ও ৭০০ টাকা পুরস্কার দেয়া হয়। এ ছাড়াও প্রোগ্রাম/টিপস মানসম্মত বিবেচিত হলে, তা প্রকাশ করে প্রচলিত হারে সম্মানী দেয়া হয়।

প্রোগ্রাম/টিপসের লেখকদের নাম কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকেও জানা যাবে। পুরস্কারের টাকা কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহের সময় অবশ্যই পরিচয়পত্র দেখাতে হবে এবং পুরস্কার চলতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে।